২০১৭ অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারি-জুন ২০১৭) মুদ্রানীতি ঘোষণা উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নরের সূচনা বক্তব্য

তারিখ ঃ ২৯ জানুয়ারি, ২০১৭
সময় ঃ ১১.৩০ মিঃ
স্থান ঃ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হল
বাংলাদেশ ব্যাংক ।

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্র উপস্থাপনার আজকের আয়োজনে আমন্ত্রিত গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উপস্থিত ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের জন্য আমার উষ্ণ স্বাগতম ও শুভেচ্ছা।

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলো বিবেচনায় নিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারণের আগে প্রথাগতভাবেই আমরা দেশের অর্থনীতির প্রবীণ কর্ণধার, বিশেষজ্ঞ মহল, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহীদের মতামত ও পর্যবেক্ষণ নিয়েছি। তাঁদের মূল্যবান অভিমত ও পর্যবেক্ষণের জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতিভংগী জনসমক্ষে যথাযথভাবে তুলে ধরায় বরাবরের মতো দায়িত্বশীল ভূমিকা নেবার জন্য গণমাধ্যম প্রতিনিধি বন্ধুদেরও জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

০২. অর্থবর্ষের প্রথমার্ধের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কোন জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা না হলেও কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের উৎপাদন কর্মকান্ডের বিবিধ proxy এর উপাত্ত থেকে এবং রপ্তানীতে অব্যাহত ইতিবাচক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ চাহিদার তেজীভাব থেকে দেশের অর্থনীতি ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষের ৭.২ শতাংশ প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অনুকূল থাকলে এই প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য মাত্রা অতিক্রান্ত হতে পারে বলেও অনেক মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।

- অর্থবর্ষের প্রথমার্ধের জন্য নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫.৭ শতাংশ এবং এর মূখ্য অংশ ব্যক্তিখাতের ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৬ শতাংশের বিপরীতে নভেম্বর ২০১৬ তে যথাক্রমে ১২.৩ ও ১৫.০ শতাংশ অর্জিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও প্রবৃদ্ধির জোরালো ধারা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহের এই যৌক্তিক পরিমিতি মূল্যস্ফীতি উপশমে অনুকূল অবদান রেখেছে। মূল্যস্ফীতির food এবং non food উভয় অংশেই মূল্যস্ফীতি নিম্নগামী থেকে গড় বার্ষিক ভোক্তামূল্যস্ফীতি বা headline CPI inflation জুন ১৭ এর জন্য নির্ধারিত ঊর্ধ্বসীমা ৫.৮ শতাংশ এর বিপরীতে ডিসেম্বর ১৬ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৫২ শতাংশে। এ প্রেক্ষিতে, জুন ২০১৭ নাগাদ গড় বার্ষিক মূল্যস্ফীতির পূর্বনির্ধারিত ৫.৮ শতাংশ ঊর্ধ্বসীমাটিই আমরা অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতি কার্যক্রম প্রণয়নে ব্যবহার করেছি।

- Brexit এবং globalization এর বিপক্ষে সাম্প্রতিক backlash এর প্রেক্ষাপটে উন্নত বিশ্বে প্রবৃদ্ধি এখনো জোরালো ধারায় ফেরেনি, সে কারণে বহির্বিশ্বে আমাদের পণ্যের রপ্তানী চাহিদায় কিছুটা মন্থরতা এলেও এখনো প্রবৃদ্ধির ধারায় রয়েছে অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১৬ শেষে ৪.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে; কিন্তু জ্বালানী তেলের মূল্য নিম্ন পর্যায়ে থাকা সহ অন্যান্য কারণে প্রবাসীদের রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ নিম্নগামী রয়েছে অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৬ শেষে ১৭.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। জ্বালানী তেলের মূল্য ২০১৭ সনে স্থিতিশীল হয়ে ঊর্ধ্বগামী হবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে এবং বিভিন্ন শ্রম বাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানী বৃদ্ধির তথ্য থেকে প্রত্যাশা করা যায় যে নিকট ভবিষ্যতেই আমাদের রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহ স্থিতিশীল হয়ে প্রবৃদ্ধির ধারায় ফিরবে।

- রপ্তানী প্রবৃদ্ধি মন্থর হবার পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়ায় এবং আমদানী প্রবৃদ্ধি গতিলাভ করায় বৈদেশিক লেনদেনের চলতিখাতে উদ্বৃত্ত (current account balance) ক্রমে হ্রাস পেয়ে নভেম্বর ২০১৬ শেষে ঘাটতিতে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়নশীল দেশের জন্য চলতি লেনদেন খাতে পরিমিত ঘাটতি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিলাভের পরিচায়ক। চলতি লেনদেনে ঘাটতির সূত্রে প্রত্যাশিতভাবেই টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম হয়ে বিনিময় হার মার্কিন ডলারের বিপরীতে দূর্বলতর হয়েছে, যা রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য বাড়াবার সহায়ক হবে। চলতিখাতে ঘাটতি সত্ত্বেও বৈদেশিক লেনদেনের financial account খাতে অন্তঃপ্রবাহের অব্যাহত প্রবৃদ্ধির সূত্রে overall balance এখনও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত রয়েছে। বৈদেশিক

মুদ্রা রিজার্ভের প্রবৃদ্ধি মন্থর হলেও এখনো ইতিবাচক ধারায় রয়েছে, যা ৭-৮ মাসের মতো সময়ের আমদানী দায় পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হবে।

০৩. ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে অর্থনীতির এযাবৎ গতিধারার এই সামগ্রিক প্রেক্ষিতে আমরা অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতিভংগী অর্থবর্ষের প্রথমার্ধের উৎপাদন সহায়ক সতর্ক নীতিভংগীতেই অপরিবর্তিত রেখেছি। ব্যক্তিখাতের ঋণের প্রবৃদ্ধিসহ অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধির ঊর্ধ্বসীমা জুন ২০১৭ নাগাদ পূর্ব নির্ধারিত ১৬.৫ এবং ১৬.৪ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে; ঋণ প্রবাহের এই ঊর্ধ্বমাত্রাগুলো জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের, এমনকি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রমের ক্ষেত্রেও অর্থায়ন সমর্থনের জন্য তা পর্যাপ্ত হবে। সাম্প্রতিককালে সরকারের ঘাটতি অর্থায়নে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ঋণ উত্তোলন হ্রাস ব্যক্তিখাতের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণ যোগান সুগমতর করেছে; তবে বাজার ভিত্তিক নয় এমন সুদ হারে বিক্রিত সরকারী সঞ্চয় স্কীমগুলোর আওতায় ব্যাপক পরিমাণ সরকারী অর্থায়নের এই প্রবণতা দেশে বন্ড বাজার বিকাশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

- উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রমে পর্যাপ্ত অর্থায়নের সংস্থান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে অর্থায়ন socially responsible, inclusive, পরিবেশবান্ধব ভিত্তিতে সমাজের সব স্তরের জনগোষ্ঠির উৎপাদন কর্মকান্ডে যাতে সমর্থন যোগায় সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবিধমুখী উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং জোরদার করা হবে। সামাজিক দায়বোধ সম্পন্ন অর্থায়ন নীতিবোধ (socially responsible financing ethos) আমাদের আর্থিক খাতে গ্রোথিত করবার চলমান প্রচেষ্টাকে বেগবান করবে। এ ধারাবাহিকতায় সামাজিক দায়বোধ সম্পন্ন অর্থায়নে বর্জনীয় ও করণীয় (do's and don'ts) গুলো চিহ্নিত করার জনা সংশ্লিষ্ট সব মহলের সংগে consultative প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু guidance notes প্রণয়ন এর একটি নতুন উদ্যোগ আমরা হাতে নিয়েছি; এটি সফল করবার কাজে আমরা গণমাধ্যমের সহযোগী হাতও প্রত্যাশা করছি।

- শ্রমবাজারে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এর সমর্থনে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষিসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারী উৎপাদন উদ্যোগে ঋণের প্রবাহ সূলভ করবার প্রয়াসের পাশাপাশি তরুণ সমাজের নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য startup, venture capital এবং private equity বাজারের বিকাশের বিষয়েও মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রক BSEC এর প্রয়াসকে সমর্থন যোগাচ্ছে; তাঁদের ইস্যুকরা alternative investment নীতিমালার আলোকে নতুন উৎপাদন উদ্যোগসমূহে আর্থিক খাতের স্বীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার সংগে সংগতিপূর্ণ মাত্রায় থেকে ব্যাংকগুলোর অংশগ্রহণের নীতি নির্দেশনাও আমরা ইস্যু করেছি। বিদেশী venture capital, angel investment ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোর বাংলাদেশে কার্যক্রম সুগম করার জন্যও আমরা BIDA এর সহযোগিতায় কাজ করছি।

- মূলধন বাজারে সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগতি প্রসংগে দুয়েকটি বাক্য আমি আমার বক্তব্যের উপসংহারে যোগ করতে চাই। মূলধন বাজারে ২০১০ সন থেকে বিরাজমান মন্দা প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াটি যাতে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে সুস্থ ধারায় থাকে সে বিষয়ে কার্যকর নজরদারী অতীব গুরুত্বপূর্ণ, না হলে অতীতের মতো এবারও প্রলুব্ধ ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা থাকবে। মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রক BSEC ইতোমধ্যেই সতর্কতামূলক উপদেশ জারী এবং বিনিয়োগকারীদের financial literacy উন্নয়নের বাঞ্ছনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। sponsor-দের শেয়ার এবং অস্বাভাবিক উচ্চ Price-earnings (PE) ratio-ধারী শেয়ারগুলোর বিপরীতে মার্জিন ঋণ যোগানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপও এজন্য বাঞ্ছনীয় হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দিক থেকে সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাংকগুলোর capital market exposure আইনে নির্দেশিত মাত্রায় সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে নজরদারী জোরদার করা হয়েছে; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিক থেকেও তাদের গ্রাহকদের নেয়া বিভিন্ন ঋণ সঠিক খাতে যথাযথ ব্যবহার না হয়ে অস্বাভাবিক লাভের আশায় মূলধন বাজারে বিনিয়োগে যাতে অপব্যবহার না হয় সে বিষয়ে নজরদারী জোরদার করতে হবে।

০৪. অর্থবর্ষের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যকরভাবে dissemination ও বাস্তবায়নে সংবাদ মাধ্যমসহ সব মহলের সহায়তা আমরা প্রতিবারের মতো এবারও পাবো এই প্রত্যাশা নিয়ে আপনাদের সবার সধৈর্য্য মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সূচনা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।